ভোরের কাগজ

MAY 01 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

মীরসরাইয়ের নিজামপুর কলেজে শিবিরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, ছাত্রলীগ কর্মী ও শিক্ষকরা লাঞ্ছিত

চট্টগ্রাম অফিস : মীরসরাই উপজেলার নিজামপুর কলেজে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে শিবিরের অর্ধশতাধিক সশস্ত্র ক্যাডার ক্যাম্পাসে তাদের অবৈধ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অভিযান চালিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের লাঞ্ছিত করেছে। তারা ছাত্রলীগের বেশ কয়েকটি ব্যানার ও পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে ছাত্রলীগের দেওয়াল লিখন মুছে দিয়ে শিবিরের স্লোগান লিখে দিয়েছে। কলেজে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মীরসরাই থেকে সংবাদদাতা জানিয়েছেন, গতকাল দুপুর ১টার দিকে ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক আবদুস সালামের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র শিবির ক্যাডার অতর্কিতে স্লোগান দিতে দিতে ক্যাম্পাস দখল করে নেয়। এ সময় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শিবির ক্যাডাররা কয়েকজন ছাত্রলীগ ক্যাডারকে ধাওয়া করে। কলেজের শিক্ষক বাদল চৌধুরীসহ আরও কয়েকজন শিক্ষককে তারা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও লাঞ্ছিত করে।

উল্লেখ্য, গত প্রায় ১০ বছর ধরে এই কলেজটিতে প্রতি বছরই ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

মীরসরাইয়ের নিজামপুর কলেজে শিবিরের নিয়ন্ত্রণ

● শেষের পাতার পর

জয়লাভ করে এসেছে। শিবির বা ছাত্রদলের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ছিল কলেজটি দখল করার। কিন্তু কখনোই তারা সফল হয়নি। এবার জামাত-বিএনপি জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিবির বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছে কলেজ দখলের জন্য। সফল হয়নি তাতে। কারণ স্থানীয়ভাবে তাদের জনসমর্থন তেমন নেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে। ফলে গতকাল শিবির তাদের বহিরাগত ক্যাডারদের নিয়ে ঐ কলেজটি দখল করেছে। এ জন্য গত ১ মাস ধরে শিবির ক্যাডাররা দারোগাহাট ও বড়ো কমলদহ এলাকায় জড়ো হয়ে এর প্রস্তুতি নেয়।

নিজামপুর কলেজসহ আশপাশের অন্যান্য কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবির তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য এভাবে চট্টগ্রামের বিভিন্নস্থান থেকে তাদের ক্যাডার জড়ো করেছে। এদিকে গতকালের এই ঘটনার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ আগামী ২ মে কলেজে সকল ছাত্রসংগঠনকে নিয়ে সমঝোতা বৈঠকের আহ্বান করেছে।

কিন্তু গতকাল শিবিরের এই হামলা ও ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট এই সমঝোতা বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো গতকালের এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে এসব সন্ত্রাসীদেরকে গ্রেপ্তার ও শিবিরের বহিরাগত সন্ত্রাসীদের বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, পরিস্থিতি সামাল দেওয়া না হলে যেকোনো মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে।